সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
১. সূরা ফাতিহা	৬
২. কুরআন পাঠের আদব	৭
৩. মজলিস ভঙ্গের দো'আ	৮
৪. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব	৯
৫. কুরআন শিক্ষার ফযীলত	৯
৬. কুরআন পাঠকারীর ফযীলত ও হাফেযের উচ্চ মর্যাদা	১০
৭. কুরআন বুঝে পড়া	১১
৮. মুখলেছ ও কপট পাঠকের পার্থক্য	১১
৯. আমল কবুলের শর্ত	১১

তাজবীদ শিক্ষা

সবক-১ : তাজবীদ শিক্ষা	১২
তাজবীদ শিক্ষার লক্ষ্য; উদ্দেশ্য; গুরুত্ব	১২
প্রশ্নমালা- ১	১২
সবক-২ : লাহ্ন ; লাহ্নের প্রকারভেদ	১৩
প্রশ্নমালা-২	১৪
সবক-৩ : আরবী বর্ণমালার প্রকারভেদ	১৫
প্রশ্নমালা-৩	১৮
সবক-৪ : মাখরাজ সমূহের পরিচয়	১৯
(ক) মাখরাজের ভিন্নতায় অর্থের পরিবর্তন	২৩
(খ) সমুচ্চারিত হরফ সমূহের মাখরাজ ও ছিফাতের মাশ্ক্ব	২৩
(গ) সমুচ্চারিত ও পরিবর্তিত অর্থবোধক হরফ সমূহ	২৪
(ঘ) সমুচ্চারিত হরফ সমূহের মাশ্ক্ব	২৪
প্রশ্নমালা-৪	২৬
সবক-৫ : দন্ত পরিচিতি	২৭
প্রশ্নমালা-৫	২৮
সবক-৬ : ছিফাত সমূহের পরিচয়	২৮

Contents

প্রশ্নমালা-৬ ৩২

সবক-৭ : ক্বিরাআতের নিয়ম সমূহ ৩৩

(১) ক্বিরাআতের স্তর সমূহ (২) ক্বিরাআতে বাড়াবাড়ি নয় (৩) ক্বিরাআত ও অনুধাবন (৪) ক্বিরাআতের আদব সমূহ (৫) টেনে পড়ার আদব (৬) মাখরাজসমূহ উচ্চারণের আদব ৩৩-৩৬

প্রশ্নমালা-৭ ৩৬

সবক-৮ : ওয়াক্বফ ৩৭

(১) ওয়াক্বফের গুরুত্ব (২) ওয়াক্বফের প্রকারভেদ (৩) ওয়াক্বফের পদ্ধতি সমূহ (৪) সাকতা (৫) ওয়াক্বফের বিস্তারিত নিয়মসমূহ (৬) ওয়াক্বফের চিহ্ন সমূহ (৭) সূরা বাক্বারাহ্‌র প্রথম ৮টি আয়াতে ওয়াক্বফের ১২টি চিহ্ন ৩৭-৪৩

প্রশ্নমালা-৮ ৪৩

সবক-৯ : আলিফ পাঠের নিয়ম সমূহ ৪৪

প্রশ্নমালা-৯ ৪৫

সবক-১০ : (ক) হা কেনায়াহ; (খ) হা সাক্‌ত ৪৬

প্রশ্নমালা-১০ ৪৭

সবক-১১ : বিবিধ (১) নিয়ম বহির্ভূত বিষয় সমূহ (ক) আলিফ যায়েদাহ (খ) নিয়ম বহির্ভূত লিখন পদ্ধতির শব্দসমূহ (গ) হরফের বদলে হরকত দিয়ে লেখা (ঘ) ছ-দ এর স্থলে সীন (২) হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত (৩) সাতটি আলিফ (৪) যমীরে 'আনা' (اَنَا) পড়ার নিয়ম (৫) আরবী হরফে সংখ্যা গণনা (৬) সিজদার আয়াত সমূহ। ৪৭-৫২

প্রশ্নমালা-১১ ৫২

সবক-১২ : কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের তারতীব ও জ্ঞাতব্য ৫৩

প্রশ্নমালা-১২ ৫৩

আমপারা অংশ ; (১) সূরা হুমাযাহ; প্রশ্নমালা-১২। (২) সূরা ফীল; প্রশ্নমালা-১৩। (৩) সূরা কুরায়েশ; প্রশ্নমালা-১৪। (৪) সূরা মা-'ঊন; প্রশ্নমালা-১৫। (৫) সূরা কাওছার; প্রশ্নমালা-১৬। (৬) সূরা নছর; প্রশ্নমালা-১৭। (৭) সূরা লাহাব; প্রশ্নমালা-১৮। ৫৪-৫৭

দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ ৫৮

ফজর ও মাগরিবের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ ৫৯

তওবার দো'আ ৫৯

উপদেশমালা ৬০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

'আরবী ক্বায়েদা' নতুন সংস্করণ **১ম** ও **২য়** ভাগ প্রকাশ করার পর **'তাজবীদ শিক্ষা'** প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। *আলহামদুলিল্লাহ্*। আরবী পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মা। আরবী মানবজাতির আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা। আরবী জান্নাতের ভাষা, পবিত্র কুরআন ও হাদীছের ভাষা। আরবী আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ *ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাতৃভাষা। আরবী না জানলে কুরআন-হাদীছ জানা যায় না। ফলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। অতএব আরবী হরফ সমূহ জানা ও ব্যবহারের ক্বায়েদা বা নিয়ম-পদ্ধতি জানার সাথে সাথে তার ধ্বনিতত্ত্ব তথা লাহন ও ছিফাতসহ সঠিক ও সুন্দরভাবে উচ্চারণ পদ্ধতি জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। নইলে ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থ হয় এবং তাতে কঠিন গুনাহের আশংকা থাকে। সে কারণ **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আশা করি অত্র 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য শিক্ষকমণ্ডলী ও সুধী পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন।

বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধীন মক্তব ও মাদরাসা সমূহের ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

১. শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের ছহীহ তরীকায় ওযূ শিখাবেন ও নখ-চুল-দাঁতসহ পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করবেন। অতঃপর নিম্নের বিষয়গুলি মুখস্থ পড়াবেন ও শিখাবেন।-

সূরা ফাতিহা

[সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ 'কুরআনের সারবস্তু' বলা হয়। এটির মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শুরু করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না'।[১] তিনি বলেন, এটি ব্যতীত ছালাত হ'ল 'খিদাজ' অর্থাৎ বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ'...।[২]

আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩]	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।[৪]	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন
(২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ আররহমা-নির রহীম

১. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ 'উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে।

২. مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ আবুদাঊদ হা/৮২১; মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮); মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ঐ ছালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না'। জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে এটি কিভাবে পড়ব, এমন প্রশ্নের উত্তরে রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রশ্নকারী আবুস সায়েব-এর হাত টেনে ধরে বলেন, اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ হে ফারেসী! তুমি ওটা মনে মনে পড়বে' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৯০; দারাকুৎনী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১২১২, সনদ ছহীহ।

৩. সূরা নাহল ৯৮ আয়াত।

৪. সূরা নমল ৩০ আয়াত।

(৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন
(৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন
(৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম
(৬) এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ ছির-ত্বল্লাযীনা আন'আম্তা 'আলাইহিম
(৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! তুমি কবুল কর!)	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ গয়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায্য-ল্লীন

অতঃপর শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত দো'আগুলি পড়বে।-

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝
يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ اللّٰهُمَّ أَيِّدْنِي بِرُوحِ الْقُدُسِ- رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ-

'রব্বি যিদ্নী ইল্মা'। 'রব্বিশ্রহ্লী ছদ্রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আম্রী, ওয়াহ্লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী'। আল্ল-হুম্মা আইয়িদ্নী বেরূহিল কুদুস। রব্বি ইয়াসসির অলা তু'আসসির ওয়া তাম্মিম বিল খায়ের'।

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর!' (ত্বোয়াহা ১১৪)। 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও' ও 'আমার কাজ সহজ করে দাও' এবং 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও'। 'যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে' (ত্বোয়াহা ২৫-২৮)। 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি কর'।[৫] 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও'।

২. কুরআন পাঠের আদব :

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের ছহীহ তরীকায় ওযূ শিখাবেন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম ও বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম বলবে। মাঝে

৫. বুখারী হা/৪৫৩; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯।

থামলে পুনরায় বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম বলে শুরু করবে। তেলাওয়াতের প্রথমে শিক্ষার্থীরা মনে করবে যে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়তে যাচ্ছি। যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা। যার দেওয়া মেধা ও শক্তির কারণে আমি লেখাপড়া শিখতে পারছি। তিনি আমার সবকিছু শুনছেন ও দেখছেন। তিনি আমার মনের খবর রাখেন। তাই পবিত্র কুরআন হাতে নেওয়ার সময় আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আদবগুলি মেনে চলবে।-

(১) বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করবে না' (ইরওয়া হা/১২২)। (২) কিতাব সর্বদা সসম্মানে বুকের উপরে করে আনবে এবং রিহাল বা অনুরূপ উঁচু কোন পবিত্র বস্তুর উপরে রেখে পড়বে (আবুদাঊদ হা/৪৪৪৯)। কিতাব মেঝেতে বা বিছানায় পা বরাবর রাখবে না।[৬] (৩) গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে।[৭] (৪) কিতাব খোলা রেখে গল্প করবে না বা উঠে যাবেনা। কিতাব বন্ধ করতে হ'লে পড়ার স্থানে অন্য একটি কাগজ দিয়ে চিহ্ন দিবে। কখনোই কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়াবে না বা অহেতুক দাগ দিবে না (৫) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও লম্বা-ঢিলা পোষাকে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবী ও মাথায় টুপী দিয়ে এবং মেয়েরা মাথায় ওড়না সহ সারা দেহ ঢিলা পোষাকে নিম্নমুখী হয়ে পৃথক স্থানে পর্দার মধ্যে বসে একমনে কিতাব পড়বে (৬) দরায গলায় স্বাভাবিক সুন্দর কণ্ঠে থেমে থেমে ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াত করবে (মুযযাম্মিল ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি হরফ যথার্থরূপে স্পষ্টভাবে পড়তেন।[৮] তিনি সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের শেষে থামতেন'।[৯] তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুন্দর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে'।[১০] (৬) নিজস্ব সুরে তেলাওয়াত করবে। কোনরূপ ভান করবে না বা কৃত্রিম সুরলহরী সৃষ্টি করবে না। কেননা এর মধ্যে রিয়া ও শ্রুতি প্রকাশ পায়। যা সকল নেকীকে বরবাদ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সরবে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে ছাদাক্বা দানকারীর ন্যায়। আর নীরবে পাঠকারী গোপনে দানকারীর ন্যায়'।[১১] (৭) তেলাওয়াতের ন্যায় লেখাতেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সরলতা থাকবে। যাতে সহজে তা পাঠ করা যায়। কুরআন দিয়ে ক্যালিগ্রাফী বা চারুলিপি করা উক্ত সরলতার বিরোধী। তাছাড়া অনেক সময় এগুলি সম্মান হানিকর হয়। অতএব এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

৩. মজলিস ভঙ্গের দো'আ :

পড়া শেষে বিদায়ের সময় মজলিস ভঙ্গের নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ-

৬. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৩৩১, সনদ ছহীহ।
৭. বুখারী হা/৭৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৬৭; মিশকাত হা/২১৯০।
৮. বুখারী হা/৫০৪৬; মিশকাত হা/২১৯১ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়।
৯. তিরমিযী হা/২৯২৭; মিশকাত হা/২২০৫; ইরওয়া হা/৩৪৩।
১০. দারেমী হা/৩৫০১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০৮, ২১৯৯।
১১. আবুদাঊদ হা/১৩৩৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০২।

'সুবহা-নাকাল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক'। অর্থ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মজলিস ভঙ্গের পূর্বে এই দো'আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন তার ভাল কথাগুলি তার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত থাকবে এবং অযথা বাক্যসমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং এই দো'আ উক্ত গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[১৩] শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দো'আটি নিজেরা পাঠ করবেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক উচ্চারণের সাথে পাঠ করাবেন।

৪. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব :

ইসলামী শিক্ষা একজন মানুষকে আল্লাহ্র অনুগত সুন্দর মানুষে পরিণত করে।[১৪] আর ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হ'ল কুরআন ও হাদীছ *(জুম'আ ৬২/২)*। যা আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।[১৫] মানুষ প্রথমে পড়তে শিখে। পরে লিখতে শিখে। অতএব মানুষকে এমন বিষয় পড়তে হবে, যা তাকে তার নিজের সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। সেকারণ নুযূলে কুরআনের শুরুতে আল্লাহ বলেন, (১) 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। (২) 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে'। (৩) 'পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু'। (৪) 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন'। (৫) 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। যা ছিল মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর নিকটে প্রেরিত সর্বপ্রথম 'অহি'। এটাই ছিল আখেরী যামানার মানুষের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত সর্বপ্রথম আসমানী বার্তা। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে এর কোন নযীর নেই। অতএব আমাদেরকে লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হবে। যা আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সন্ধান দেয় এবং তাঁর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনার সরল পথ সমূহ বাৎলে দেয়। এজন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে সূরা ফাতেহায় দো'আ পড়তে হয়, *ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম* '(হে আল্লাহ!) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!'

৫. কুরআন শিক্ষার ফযীলত :

আল্লাহ বলেন, 'পরম দয়াময় (আল্লাহ)'। 'যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন' *(রহমান ৫৫/১-২)*। এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নে'মত হিসাবে কুরআন শিক্ষার উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত

---

১২. তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৩৩।
১৩. নাসাঈ হা/১৩৪৪; মিশকাত হা/২৪৫০।
১৪. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫; মিশকাত হা/৫০৯৬ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়, ১৯ অনুচ্ছেদ।
১৫. ইউসুফ ১২/২; নাজম ৫৩/৩-৪; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯।

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (১) তোমাদের মধ্যে কে চায় না যে, প্রতিদিন সকালে ময়দানে বা বাজারে গিয়ে কোনরূপ অন্যায় ছাড়াই দু'টি বড় কুঁজের উটনী নিয়ে আসুক?... তাহ'লে কেন তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কিতাবের দু'টি আয়াত শিক্ষা করে না (বা শিক্ষা দেয় না) অথবা নিজে পাঠ করে না? অথচ এটি তার জন্য দু'টি উটনী অপেক্ষা অধিক উত্তম। তিনটি তিনটি অপেক্ষা, চারটি চারটি অপেক্ষা, বরং যত সংখ্যক আয়াত শিক্ষা করবে বা পাঠ করবে, তত সংখ্যক উটনী অপেক্ষা উত্তম'।[১৬] (২) তিনি বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের বুঝ দান করেন'।[১৭] কারণ সঠিক বুঝ না থাকায় কুরআন পড়া সত্ত্বেও বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র এই কিতাবের মাধ্যমে তিনি বহু জাতিকে উঁচু করেছেন ও অন্যদেরকে নীচু করেছেন'।[১৮]

৬. কুরআন পাঠকারীর ফযীলত ও হাফেযের উচ্চ মর্যাদা :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন তার হাফেয ও নিয়মিত পাঠকের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে এবং তা কবুল করা হবে। কুরআন এসে বলবে, হে আল্লাহ! প্রত্যেক কর্মীর জন্য পুরস্কার রয়েছে। আমি তাকে দুনিয়ার স্বাদ ও নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তুমি তাকে সম্মানিত কর। তখন তাকে বলা হবে, তোমার ডান হাত বাড়াও। অতঃপর সেটিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। এরপর বলা হবে, তোমার বাম হাত বাড়াও। অতঃপর সেটিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করানো হবে এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে'।[১৯] (২) তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত করো না। কেননা যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়'।[২০] (৩) তিনি বলেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কুরআন তার পাঠকের জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশকারী হবে'।[২১] (৪) তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তার পাঠককে হাযির করা হবে, যারা সে অনুযায়ী আমল করত। সেখানে সবার আগে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান, দু'টি মেঘ খণ্ডের ন্যায়। যারা পাঠকদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে'।[২২] (৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দু'জন ব্যক্তি ব্যতীত কারু সাথে ঈর্ষা নয়। এক- ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন এবং সে তা পাঠ করে রাত্রি-দিন। দুই- ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন এবং সে তা থেকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে রাত্রি-দিন।[২৩]

---

১৬. মুসলিম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২১১০।
১৭. বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০ 'ইলম' অধ্যায়।
১৮. মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫।
১৯. দারেমী হা/৩৩১২; হাকেম হা/২০৩৬; মিশকাত হা/১৯৬৩ 'ছওম' অধ্যায়; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৩৯৪ পৃ. ।
২০. মুসলিম হা/৭৮০; মিশকাত হা/২১১৯, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২১. মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০, আবু উমামা (রাঃ) হ'তে।
২২. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১, নাউওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) হ'তে।
২৩. বুখারী হা/৭৫২৯; মুসলিম হা/৮১৫; মিশকাত হা/২১১৩ ।

৭. কুরআন বুঝে পড়া :

(১) আল্লাহ বলেন, তারা কি কুরআন অনুধাবন করবে না? নাকি তাদের হৃদয়সমূহ তালা বদ্ধ? (মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় প্রার্থনার আয়াত এলে থামতেন ও প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ্র গুণগানের আয়াত এলে থামতেন ও 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়ার আয়াত এলে থামতেন ও 'আঊযুবিল্লাহ' বলতেন।[২৪] (৩) তিনি বিভিন্ন আয়াত পাঠ শেষে জওয়াব দিতেন।[২৫] (৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিনদিনের কমে কুরআন খতম করলে সে কিছুই বুঝবে না'।[২৬] এর মধ্যে কুরআন বুঝে পড়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

৮. মুখলেছ ও কপট পাঠকের পার্থক্য :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে মুমিন কুরআন পাঠ করে ও সে অনুযায়ী আমল করে, তার দৃষ্টান্ত হ'ল 'উৎরুজ্জ' ফলের ন্যায়, (যা আরব দেশের একটি শ্রেষ্ঠ ফলের নাম)। যার গন্ধ উত্তম, স্বাদও উত্তম। পক্ষান্তরে আমলহীন কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের তুলনা হ'ল ফুলের মত। যার সুগন্ধি আছে। কিন্তু তার স্বাদ হ'ল তিক্ত'।[২৭]

৯. আমল কবুলের শর্ত :

কোন আমলই কবুল হবেনা তিনটি শর্ত ব্যতীত: (১) ছহীহ আক্বীদা। যেখানে কোন শিরক থাকবে না। (২) ছহীহ তরীকা। যেখানে কোন বিদ'আত থাকবে না। (৩) ইখলাছে আমল। যেখানে কোন রিয়া ও শ্রুতি থাকবে না। আল্লাহ বলেন, 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর তার প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে' *(যুমার ৩৯/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ কেবল ঐ আমলটুকু কবুল করেন, যা তার জন্য খালেছ হয় এবং যার দ্বারা তার চেহারা অন্বেষণ করা হয়'।[২৮]

২৪. মুসলিম হা/৭৭২; তিরমিযী হা/২৬২; মিশকাত হা/ ৮৮১।
২৫. আবুদাঊদ হা/৮৮৩,৮৮৪; আহমাদ হা/২৪২৬১; মিশকাত হা/৫৫৬২ প্রভৃতি।
২৬. আবুদাঊদ হা/১৩৯০; তিরমিযী হা/২৯৪৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২২০১।
২৭. বুখারী হা/৫৪২৭; মুসলিম হা/৭৯৭; মিশকাত হা/২১১৪।
২৮. নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহাহ হা/৫২।

সবক-১

তাজবীদ শিক্ষা

علم التجويد

আরবী ব্যাকরণ প্রধানতঃ ৪ (চার) ভাগে বিভক্ত। (১) ইলমুল ইমলা (عِلْمُ الْإِمْلَاءِ) বা বর্ণ-প্রকরণ বিদ্যা (Orthography)। (২) ইলমুছ ছরফ (عِلْمُ الصَّرْفِ) বা পদ-প্রকরণ ও শব্দের রূপান্তর বিদ্যা (Etymology)। (৩) ইলমুন নাহু (عِلْمُ النَّحْوِ) বা বাক্যরীতি ও পদ বিন্যাস বিদ্যা (Syntax)। (৪) ইলমুল 'আরূয (عِلْمُ الْعَرُوْضِ) বা ছন্দ প্রকরণ বিদ্যা (Prosody)। এক্ষণে আরবী ব্যাকরণের যে অংশ পাঠ করলে আরবী বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ পদ্ধতি এবং শব্দ সমূহের বানান শিক্ষা করা যায়, তাকে ইলমুল ইমলা (عِلْمُ الْإِمْلَاءِ) বা বর্ণ-প্রকরণ বিদ্যা বলা হয়। যার অপর নাম 'ইলমুত তাজভীদ'।

তাজভীদ (اَلتَّجْوِيْدُ) অর্থ কোন কাজ উত্তমভাবে করা। পারিভাষিক অর্থে আরবী হরফ সমূহকে স্ব স্ব মাখরাজ ও ছিফাত সহ সঠিক ও সুন্দরভাবে উচ্চারণ করা। অতএব যে ইলমের মাধ্যমে আরবী বর্ণমালা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি সঠিকভাবে জানা যায়, তাকে ইলমুত তাজভীদ (عِلْمُ التَّجْوِيْدِ) বা বর্ণ প্রকরণ বিদ্যা বলা হয়। আর তাজবীদে পারদর্শী ব্যক্তিকে 'মুজাব্বিদ' বলা হয়।

তাজবীদ শিক্ষার লক্ষ্য : আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং ইহকালে ও পরকালে সৌভাগ্যবান হওয়া।

উদ্দেশ্য : আল্লাহ্র কালামকে সঠিকভাবে পাঠ করা ও ভুল উচ্চারণ থেকে হেফাযত করা।

গুরুত্ব : আল্লাহ বলেন- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً 'তুমি থেমে থেমে শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*। আরবী বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতি জানা না থাকলে শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা সম্ভব নয়। আর তেলাওয়াত শুদ্ধ না হ'লে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হ'য়ে গুনাহের আশংকা থাকে। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও اَلْهَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ)। প্রথমটিতে ' হুত্তি' (ح), যার অর্থ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'। দ্বিতীয়টিতে 'হায়ে হাউয়ায' (هـ), যার অর্থ 'সকল ধ্বংস আল্লাহ্র জন্য' (না'উযুবিল্লাহ)। অমনিভাবে (قُلْ) অর্থ 'তুমি বল' এবং (كُلْ) অর্থ 'তুমি খাও'। ফলে কুরআন তেলাওয়াতে সবচেয়ে বেশী সতর্ক থাকতে হয় ভুল উচ্চারণ থেকে। অতএব কুরআন পাঠের জন্য প্রথমে লাহ্ন, মাখরাজ ও ছিফাত জানা অতীব যরূরী।

প্রশ্নমালা-১

(১) তাজবীদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? বল/লেখ।
(২) তাজবীদ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? বল/লেখ।
(৩) তাজবীদ শিক্ষার গুরুত্ব সংক্ষেপে বল/লেখ।

সবক-২

লাহ্ন (اللَّحْنُ) : 'লাহ্ন' অর্থ সুর। পারিভাষিক অর্থ তাজবীদের বিপরীত অশুদ্ধ পড়া। মদীনার মুনাফিকরা কুরআনের আয়াত সমূহকে বিকৃত ভঙ্গিতে সুর করে ভিন্নরূপ অর্থ নিত এবং এর মাধ্যমে তারা মানুষকে কুরআন থেকে ফিরিয়ে রাখত। এ বিষয়ে সতর্ক করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ 'তাদের কথার ভঙ্গিতে তুমি অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩০)*। অতএব আমরাও যেন অন্যায় উচ্চারণে মুনাফিকদের কাতারে শামিল না হয়ে যাই। সেকারণ রাসূলুল্লাহ *(ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেছেন, يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ 'তোমাদের ছালাতে ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তেলাওয়াতকারী' *(আবুদাঊদ হা/৫৮৫)*।

লাহ্নের প্রকারভেদ : লাহ্ন দুই প্রকার। লাহ্নে জালী ও লাহ্নে খফী।

(ক) লাহ্নে জালী (اللَّحْنُ الْجَلِىُّ) অর্থ প্রকাশ্য ভুল। যা হরফ, এ'রাব ও হরকত পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যার ফলে কবীরা গোনাহগার হ'তে হয় এবং এ থেকে তওবা করা অপরিহার্য।

উদাহরণ স্বরূপ : (১) এক হরফের স্থলে আরেক হরফ পড়া। যেমন قَالَ-এর স্থলে كَالَ, الصَّاخَّةُ-এর স্থলে السَّاخَّةُ অর্থাৎ ق-এর স্থলে ك এবং ص-এর স্থলে س পড়া। الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى *(নাযে'আত ৭৯/৩৪)* طَا-এর স্থলে تَا পড়া ইত্যাদি। এতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়।

(২) এ'রাব পরিবর্তন করা। এ'রাব বলা হয় ব্যাকরণগত কারণে শব্দের শেষে হরকত পরিবর্তন হওয়া। যার মাধ্যমে ক্রিয়াপদের কর্তা ও কর্ম নির্ধারিত হয়। যাতে ভুল হ'লে পুরা বাক্য ভুল হয়ে যায় এবং কবীরা গোনাহ হয়। যেমন, وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ *(বাক্বারাহ ২/২৫১)* পড়ার সময় শেষের 'দাল'-এর উপর যবর ও 'তা'-এর উপর পেশ পড়া। আয়াতের মূল অর্থ হ'ল, 'দাঊদ জালূতকে হত্যা করে'। কিন্তু 'দাল'-এর উপর যবর পড়লে বিপরীত অর্থ হবে, 'দাঊদকে জালূত হত্যা করে'। অনুরূপভাবে, فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১৬)* পড়ার সময় 'নূন'-এর উপর যবর ও 'লাম'-এর উপর পেশ পড়া । আয়াতের মূল অর্থ হ'ল, 'ফেরাঊন মূসার অবাধ্যতা করল'। কিন্তু 'নূন'-এর উপর যবর পড়লে বিপরীত অর্থ হবে, 'মূসা ফেরাঊনের অবাধ্যতা করল'।

(৩) হরকত পরিবর্তন করা : যেমন, اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-এর স্থলে اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ পড়া। لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ 'দাল' সাকিন এর স্থলে হরকতযুক্ত পড়া। ক্বলক্বলা করতে গিয়ে এ ভুলটা অনেকেই করে থাকেন।